ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-৮৭৬(আগরতলা, ৫।৬)
খোয়াই, ৫ জুন ২০১৮

রাজ্যভিত্তিক বনমহোৎসব পালিত
বন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু- মুখ্যমন্ত্রী

বন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। বন একদিকে যেমন পরিবেশকে রক্ষা করে তেমনি অন্যদিকে আমাদের সাহায্যেরও ব্যবস্থা করে। তাই বন রক্ষা করার জন্য মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে আমরা বনমহোৎসব পালন করে থাকি। আজ খোয়াই মহকুমার তুলাশিখর একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ময়দানে ৬৯তম রাজ্যভিত্তিক বনমহোৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, জন্ম থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। ভারতবর্ষে প্রকৃতিকে পূজাও করা হয়ে থাকে। প্রকৃতিকে পূজা করা মানে আমাদের জীবন রক্ষা করা। প্রকৃতি যদি কোন কারণে ধ্বংসের মুখে পড়ে তাতে আমাদের জীবনেও নানা সমস্যা সৃষ্টি হবে। তাই প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ বনমহোৎসবের পাশাপাশি বিশ্ব পরিবেশ দিবসও উদযাপন করা হচ্ছে। রাজ্যে এই প্রথমবার একই দিনে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও রাজ্য ভিত্তিক বনমহোৎসব পালন করা হচ্ছে। বিগত সরকার পরম্পরাগতভাবে গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে জুলাই মাসে বনমহোৎসব পালন করে আসছিল। এবারই প্রথম একমাস আগে অর্থাৎ জুন মাসে বনমহোৎসব পালন করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এজন্য বন দপ্তরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, গত পঁচিশ বছর ধরে রাজ্যের বন ধ্বংস করে অবৈধ গাঁজার চাষ করা হচ্ছিল। এতে রাজ্যের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতির পাশাপাশি যুব সম্প্রদায়ও ধ্বংসের দিকে চলে গিয়েছিল। রাজ্য সরকার রাজ্যের অর্থনীতির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য ব্যাপক পরিমাণে আনারস এবং বাঁশ উৎপাদনের জন্য জনজাতি অংশের মানুষদের উৎসাহিত করছে। ত্রিপুরায় ব্যাপকমাত্রায় বাঁশ উৎপাদন হলে রাজ্যে বাঁশ ভিত্তিক শিল্পও গড়ে তোলা যাবে। তিনি বলেন, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষী আখ্যা দিয়ে সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্রে এই অঞ্চলের রাজ্যগুলিকে একসূত্রে গাঁথতে চাইছেন। আমাদের রাজ্য সরকারও প্রতি ঘরে রোজগার পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে কাজ করছে। তিনি বলেন, বিগত সরকার পঁচিশ বছর ধরে জনজাতি পরিবারগুলিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে। আমরা চাইছি বাঁশ এবং আনারস চাষের মাধ্যমে জনজাতি অংশের মানুষ যাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের সবচেয়ে সুস্বাদু আনারস আমাদের রাজ্যে উৎপাদিত হয়। ইতিমধ্যে আমরা একটন আনারস সুদূর দুবাইয়ে রপ্তানী করেছি। আনারসের উৎপাদনের টাকা এখন থেকে কৃষকরা সরাসরি পাচ্ছেন। ফলে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হবেন। আমাদের রাজ্যের ক্যুইন আনারসের কদর দেশ বিদেশেও সমাদৃত হয়েছে।

***২য় পাতায়

ফলে দেশ-বিদেশে আমাদের রাজ্যের আনারসের চাহিদাও বাড়বে। আনারসকে কেন্দ্র করে ফুড প্রসেসিং শিল্প গড়ে তোলা হবে। বি জে পি-আই পি এফ টি সরকার ইতিমধ্যে এই কাজ শুরু করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এর পাশাপাশি সরকার বনভূমি রক্ষার জন্য বন দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্যব্যাপী জুন-জুলাই মাসে ব্যাপক মাত্রায় বৃক্ষ রোপণের উদ্যোগ নিয়েছে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীও আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিবেশ রক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রতিটি বাড়ীতে অন্তত একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বৃক্ষরোপণকে শুধুমাত্র উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একে গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে। এটা যদি না করা যায় তাহলে বনমহোৎসবের কোন স্বার্থকতা থাকবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে বিরোধীরা রাজ্যের বদনাম করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের সরকার জনগণের সরকার। জনগণের উন্নয়নের জন্য এই সরকার কাজ করছে। এ ডি সি এলাকায় রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার পুলিশের চাকুরীতে মহিলাদের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণ রাখার ব্যবস্থা করেছে। এতে মহিলাদের উপর নির্যাতন কমবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে প্লাষ্টিকের ব্যবহার বন্ধ করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, প্লাষ্টিকের ব্যবহার পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে। পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে সবাইকে সচেতন হবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, বনই আমাদের জীবন। বন থেকে আমরা জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস পেয়ে থাকি। আমাদের রাজ্যে প্রায় ষাট ভাগই বনাঞ্চল। এই বনাঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য জনগণকে সচেতন করে তুলতেই বনমহোৎসব প্রতি বছর পালন করা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, বন রক্ষা করা শুধু বন দপ্তর বা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব নয়। এই কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। পরিবেশকে নির্মল ও দূষণমুক্ত রাখার জন্য এই কাজটি আমাদের গুরুত্ব সহকারে করতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিধায়ক কল্যাণী রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা, বিধায়ক ডা: অতুল দেববর্মা, তুলাশিখর বি এ সি-র চেয়ারম্যান প্রদীপ দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বন দপ্তরের প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক ড. অতুল কুমার গুপ্তা।

বনমহোৎসবকে কেন্দ্র করে উৎসব প্রাঙ্গণে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা, শিক্ষা দপ্তর, তুলাশিখর ব্লক, বন দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হয়। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিরা ষ্টলগুলি ঘুরে দেখেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং অতিথিগণ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

****